R. N No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট সোফা ইত্যাদি যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
২৬ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে কার্তিক, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৫ই নভেম্বর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সির নগ্ন পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানায় শুভেন্দু ব্যানার্জী আই সির পদে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই প্রশাসন মুখ থুবড়ে পড়েছে। যদিও ওসি ধ্রুব ব্যানার্জীর আমলে থানার মধ্যে পৈশাচিক তান্ডব কাম্য না হলেও রাস্তার মাঝে মেয়েদের টিটকারী, মোড়ে মোড়ে মস্তানী বা মদের ঠেক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন হেলমেটবিহীন মোটর সাইকেলে তিন আরোহীর গতিহীন দাপাদাপি, চলন্ত গাড়ী থেকে মেয়েদের টিটকারী, পোষাক ধরে টানা, শহরের কয়েকটি চিহ্নিত লজে বেপরোয়া দেহ ব্যবসা, যেখানে সেখানে মদের ঠেক, পাড়ায় পাড়ায় ছিঁচকে চোরের উপদ্রব, ব্যাঙ্কগুলোতে পরপর কেপমারি, ভাগীরথী ব্রীজের ওপর বা গঙ্গার ধারে মোটর সাইকেল নিয়ে রোমিওদের দৌরাত্ম্য, ইভটিজিং, তিন তাসের জুয়ো খেলা—সবকিছু পাল্লা দিয়ে চলছে। অথচ এসবের প্রতিকারে আই সির মধ্যে কোন রকম হেলদোল নেই। ক্ষমতাসীন দলের নগ্ন তাঁবেদারি করে সব কিছুতেই পয়সা কামাচ্ছেন দু' হাত ভোরে। আর সাধারণ প্রকৃত নির্যাতিত মানুষ বিশেষ দলের না হলে কোন রকম বিচার পাচ্ছেন না। আই সির এক পেশে বিচারের কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো। জোতকমল গ্রামে গত ৭ আগষ্ট '০৬ সামান্য এক ঝগড়ায় লালচাঁদ ঘোষ শাসক দলের প্রধান (শেষ পৃষ্ঠায়)

ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে ৫ থেকে ১৫ টাকা মজুরী বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা ভারত কৃষকসভার মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার আহ্বানে গত ১৩ নভেম্বর জেলাব্যাপী ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের একদিনের ধর্মঘট সফলভাবে পালিত হয়। উল্লেখযোগ্য দাবীগুলোর মধ্যে ছিল— ১) ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী ৬৮ টাকা করতে হবে। ২) বছরে ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে শুরু করা। ৩) সারা-বছর ধরে ক্ষেতমজুরদের কাজসহ ন্যূনতম মজুরী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন। ৪) সারসহ অন্যান্য কৃষিউপকরণের ভরতুকি বৃদ্ধি। ৫) বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ ও ডুবে যাওয়া বিস্তীর্ণ জমির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। জঙ্গিপুর মহকুমায় এই ধর্মঘটে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক, সুতী ১নং ব্লক, সামসেরগঞ্জ, সাগরদীঘি এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে যথাক্রমে ৮৫, ৪৪, ৩১, ৮৭ এবং ২০টি গ্রামে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এছাড়া ফরাক্কা ও সুতী-২ ব্লকেও বহু গ্রামে এই ধর্মঘট হয়েছে বলে খবর। প্রত্যক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ছাড়াও প্রচার পর্বে ছাত্র, যুব, শিক্ষক, মহিলা এবং অন্যান্য অংশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। অবিলম্বে ১০০ দিনের কর্ম প্রকল্প চালু করার দাবীতে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে ডেপুটেশন দেয়া হয়। ধর্মঘটকে সমর্থনে বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক সংখ্যক (শেষ পৃষ্ঠায়)

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ

অসিত রায় : গত ৯ নভেম্বর '০৬ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো রঘুনাথগঞ্জ আদর্শ ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ। সঙ্গে ছিলেন ভারতশ্রী এবং এশিয়া চাম্পিয়ান প্রসেঞ্জিত ঘোষ ও ভারত্তোলোক অশোক ঘোষ। সভাপতি ছিলেন জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাংক ভট্টাচার্য্য। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অনির্বাণ কোলে বি. ডি. ও. রঘুনাথগঞ্জ-২, সোমনাথ সিংহ রায় সভাপতি রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি, ক্রীড়ামোদী পার্থসারথী নাথ. জঙ্গিপুর মহকুমা স্কুল স্পোর্টসের সদস্য সুবোধ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অংগ হিসেবে ছিল আদর্শ ব্যায়ামাগার সদস্যদের ক্যারাটে প্রদর্শনী এবং বৈরাগী রবীন্দ্রনাথ হালদার পরিচালিত যোগাসন ও জিমনাস্টিকের উপস্থাপনা। এর বাইরে যোগাসন প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ৫০ বছর বয়সী দেবপ্রসাদ চন্দ্র ও তার সহধর্মিণীর নিষ্ঠার কথা। কর্মজীবনে শ্রীচন্দ্রের ব্যবসা ও শ্রীমতী চন্দ্রের গৃহ কর্মের ধকল সামলিয়ে যোগ সাধনার যে কটা নমুনা উপস্থাপনা করলেন তা অবশ্যই ঈর্ষার কারণ। শ্রী আইচ ছিলেন মুখ্য বিচারকের ভূমিকায়। তাঁর সহযোগী ছিলেন দেহ সৌষ্টবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে কার্তিক বুধবার, ১৪১৩ সাল।

॥ পরিণাম অশুভ ॥

এই রাজ্যের সীমান্ত এলাকা ক্রমশঃ বেসামাল হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। সম্প্রতি এক প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, বিএসএফ ও পুলিশের তৎপরতা সত্ত্বেও সীমান্ত এলাকার ধুলিয়ান, নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ ও সেকেন্দরা, মিঠিপুর, সম্মতিনগর, বরজংলা, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নিত্যদিন নিয়মিত বাংলাদেশীদের ভিড় লাগিয়া থাকে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর ক্যাম্প রহিয়াছে, অথচ নিয়মিত দলে দলে ভারতে অনুপ্রবেশ কীভাবে ও কেন হয়, এই প্রশ্ন শুধু সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদেরই নহে; সকলেরই। আরও একটি প্রশ্ন—ইহার পরিণাম কী?

আরও জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ এই জেলার অনুমোদিত ও অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলির উপর নজর রাখিতেছে এই ধারণায় যে, হয়ত সন্ত্রাস-বাদীরা এই সব স্থানে থাকিয়া দেশবিরোধী কার্যে লিপ্ত হইতে পারে। তবে বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় ক্যাম্পে থাকা সত্ত্বেও কেন যে মতলববাজ মানুষ দলে দলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রবেশ করিতেছে, রেশন কার্ড বাগাইতেছে এবং আরও কত কী অপকর্মে লিপ্ত হইতেছে, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা। তবে সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের, পণ্যসামগ্রীর চলাচলের রমরমা আজিকার ব্যাপার নহে, দীর্ঘদিনের। আর সরিষা ভুত তাড়াইবে কি, হয়ত স্বয়ং ভুত হইয়া যায়। রাজনৈতিক দলগুলি অনুপ্রবেশের ব্যাপারে 'মহদুদ্দেশ্যে' নাকি চক্ষু-কর্ণ-মুখ বন্ধ করিতেছে।

কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য নহে যে, দেশের মধ্যে অনেক মসজিদ আজ উপাসনার পবিত্র স্থান হইলেও জঙ্গীদের আশ্রয়-আস্তানায় পরিণত হইতেছে এবং সেই পবিত্র স্থল হইতে জঙ্গী তৎপরতা চালাইবার জন্য ইসলাম বিরোধী কর্মে লিপ্ত হইতেছে। সারা ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনে হয়, জঙ্গীরা অনুপ্রবিষ্ট। থাকিয়া থাকিয়া এক একবারের হানায় সকলের অর্থাৎ প্রশাসক, নিরাপত্তাবিধায়ক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির চমক ভাঙ্গে। কিন্তু কাজের কী হইতেছে? গোয়েন্দা বিভাগ (কেন্দ্রের ও রাজ্যের) কী তৎপরতা দেখাইতেছে? নিরাপত্তাকর্মীরা জনজীবন কতটা নিরাপদ করিতেছেন? জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদী-পাক আই এস আই-এর মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, ভাবিতে হইবে। সীমান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা পরিণাম শুভ হইবে না।

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম

(~~পূর্ব প্রকাশিতের পর~~)

সাধন দাস

ভাদ্রমাসে ভাদোই ধান উঠলে যেদিন খড়ের পালা দেওয়া হত, সেদিন কাঁচা ধানের গন্ধে গেরস্থবাড়ির বাতাস ভারি হয়ে উঠতো। দুপুরে পাড়ার লোকজন খাইয়ে রাত্রিবেলা 'কাহানি' বলার গ্রামীণ মাদকতা আজ উধাও। 'কাহানি' হল দীর্ঘ গল্প—যা একজন ওস্তাদ পেশাদারী কথক সুর ও কথাসহযোগে সারারাত ধরে বিবৃত করতো। গেরস্তবাড়িতে গাই বিয়োলে 'গোক্ষনাথের' পুজো না দিয়ে কেউ দুধ খেত না। গোক্ষনাথ আসলে 'গোরক্ষনাথ'। পাড়ায় একজন এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ গাইয়ে থাকতো, সে 'পাঁচ কোদালে/তুললাম মাটি/তাতে বসালাম/ শীতলাপাটি' ইত্যাদি শব্দচয় সুর করে কেটে কেটে বলতো আর তাকে ঘিরে নতুন দুধের ছানা মাখনের প্রসাদ খাওয়ার জন্য রবাহূত বাচ্চার দল চিৎকার করে সমস্বরে বলতো—"হ্যাঁচ্চো!" একে হ্যাঁচ্চো গাওয়াও বলা হত। হারিয়ে যাচ্ছে তিনদিন ধরে কোরাসে গেয়ে চলা মুসলমান বিয়ের গান। এই সমস্ত গানে ফুটে উঠতো পর্দানসীন মুসলিম মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিমান-অনুযোগ ও স্বপ্ন-ভালোবাসার রক্তরাগ! জামাই দেরিতে বিয়ে করতে এলে জামাইকে মৃদু তিরস্কার করে মেয়েরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে—

'ঘোড়াচরানীর পো' ভোরে কেন আসোনি
মোটা মোটা চোখ তোমার
কাজল কেন পারোনি?'

কথাগুলো বলতে বলতে খানিকটা ভয়ও হয়, কি জানি জামাই বুঝি রাগ করে। তাই প্রসঙ্গ পালটে নতুন বরকে অভ্যর্থনা জানায় প্রতিবেশীরা—

'দুই পায়ে দুই সোনার খড়ম সাহেব
যাবেন কার বাড়ি?
থালাভরা পোলাও দেব সাহেব,
আসেন আমার বাড়ি!'

কিন্তু জামাই-এর অভিমানের শেষ নেই। আংটি ঘড়ি টিভি সিডি নিয়েও তার মান যায় না। কন্যা শীতল পাটিতে বসে চোখের জলে বসন ভেজায়। এসব অবশ্য জামাই-এরও ভালো লাগে না। সে চায় কন্যার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে অভিমানিনীর অভিমান ভাঙাতে। তাই সে কন্যাকে বলে—

'ও কন্যা বসে কেন রহো রে কন্যা
কেঁদো না
এবার কাঁদলে চলে যাব দুমকা রে
কন্যা কেঁদো না,
দুমকা গিয়ে আনবো কন্যা
কানের ঝুমকা রে—
কন্যা কেঁদো না।'

পুরোপুরি হারিয়ে গেছে অল্প বয়সী কিশোরী মেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলা কৃষ্ণযাত্রার দল। রাধা, কৃষ্ণ, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, কুব্জা, বৃন্দাদূতী ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে বাঁশী ও হারমোনিয়াম সহযোগে সে এক জমজমাট গীতিনাট্য। তারাশংকরের ছোট গল্প ও উপন্যাসে এই কৃষ্ণযাত্রা ও ঝুমুরগানের কথা আমরা সবিস্তারে পাই। কৃষ্ণ-সাজা ছেলেটির সঙ্গে পাড়ার কিশোরীটির খুব ভাব হল। বাড়িতে ডেকে এনে বালিকাটি সেই নবীন কিশোরকে খুব মোয়া নাড়ু খাওয়াল। তারপর—অনেক অনেক বছর পর সেই বালিকাটি বিয়ে হয়ে চলে গেছে দূর কোনো গাঁয়ে, পুকুরঘাটে বাসন মাজছে সে আর তখনই গ্রামে ঢুকছে গোরুরগাড়ি বোঝায় হয়ে কৃষ্ণযাত্রার দল। কি আশ্চর্য—দলের যে অধিকারী, সেদিনের কৃষ্ণসাজা ছেলেটির মতো অবিকল দেখতে! —এই সমস্ত সুমধুর গ্রামজীবন এখন কেবলমাত্র উপন্যাসের পাতাতেই পড়তে হয়। (~~শেষ~~)

মুর্শিদাবাদে হস্ত শিল্প প্রতিযোগিতা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা শিল্পকেন্দ্রে গত ২৭ অক্টোবর '০৬ জেলার হস্তশিল্পীদের শিল্পকলা নিয়ে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিচারক ছিলেন শ্রীমতী সিদ্দিকা বেগম সভাপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ নসরৎ সেখ, শিল্পী রণজিৎ গাঙ্গুলী ও তপন ভাস্কর এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীমতী মালা মৈত্র। প্রতিযোগিতায় হস্তশিল্পীরা যে সমস্ত শিল্পকলা নিয়ে আসেন তার মধ্যে ১২ জনের শিল্পকলা শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়। এদের মধ্যে পাটশিল্পে আসমল ইসলাম প্রথম এবং তসলিমা খাতুন দ্বিতীয় স্থান, (৩য় পৃষ্ঠায়)

Government of West Bengal

Pulses and Oilseeds Research Station

Berhampore ★ Murshidabad

ABRIDGED NOTICE

Notice Inviting Tender No-07/RIDF-X/PORS of 2006-07

Sealed Tender in W. B. F. No. 2908 are invited / the Joint Director of Agriculture (Pulses), Pulses and Oilseeds Research Station, Berhampore, Murshidabad on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafide, resourceful & eligible Manufactures / Agencies having Licensed Dealership / Manufacturing and experience in execution of supplying Laboratory equrpments and also having upto date clearance certificate of S. T. & P. T. and I. T. /PAN in original and one set in x-rox attested copies along with the application for issue of Tender documents.

Group No.	Name of work	Estimated amount	Token earnest money	Time of completion	Cost of Tender documents (in cash)	Requisite qualifying criteria
1	Glass wares	Rs. 26,100-00	Rs. 522-00	30 days	Rs. 200-00	Minimum 60% (Sixty Percent) value of the estimated amount put to Tender in a single work order similar type of work in any Govt. Semi Govt/ Govt. undertaking organization during last 3(three) years.
2	Self Auto calving Far mentar	Rs. 53,750-00	Rs. 1,075/-	30 days	Rs. 200-00	
3	Electro Top Loading Balance (Micro process or based on single)	Rs. 80,000-00	Rs. 1,600-00	30 days	Rs. 200-00	

The estimated amount put to tender earnest money and time of completion are as follows :

1. Last date of submission of application for purchase Tender documents. 04. 12. 2006 upto 2 P. M.
2. Date of issue of Tender documents : 06. 12. 2006 upto 2 P. M.
3. Date & Time of droping Tender paper : 11. 12. 2006 upto 2 P. M. in the office of the undersigned
4. Date of opening of Tender paper . 11. 12. 2006 at 3.00 P. M.
5. Details of the Notice & Tender documents may be seen from the office of the undersigned on any working day upto 4 P. M.

Sd/-
Joint Director of Agriculture (Pulses)
Berhampore, West Bengal

Memo No. 694 (2) D. I. C. O. Date 9-11-06

হস্ত শিল্প প্রতিযোগিতা (২য় পৃষ্ঠার পর)

সোলাপিট শিল্পে আশিষ দাস প্রথম এবং গোপাল সরকার দ্বিতীয় স্থান, সাধারণ কাঠ শিল্পে অধীরকুমার ভাস্কর প্রথম এবং অশোক ভাস্কর দ্বিতীয়, কাঁথাস্টিচ (সিল্ক) শিল্পে আব্দুস সাদেক প্রথম এবং টেঁরাকোটা শিল্পে চন্দন চৌধুরী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়া মাছের আঁশের তৈরী ফুলদানীতে সেখ আসলাম, গমের কাঠি দিয়ে বানানো শিল্পকলায় বর্ণালী দাস, কাঁথাস্টিচের ব্যাগ তৈরীতে বর্ষা সিংহ এবং বাঁশের হুকা তৈরী শিল্পকলায় দিলীপ মার্জিত বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ৪ জন প্রথম স্থানাধিকারীদের প্রত্যেককে ১,৫০০, ৪ জন দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের প্রত্যেককে ১০০০ এবং ৪ জন শিল্পীকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে প্রত্যেককে ৫০০ দেওয়া হয়। যে ১২ জন হস্তশিল্পী তাঁদের শিল্পকলার জন্য জেলায় পুরস্কৃত হলেন তাঁদের শিল্পকলাগুলিকে রাজ্যস্তরে জানুয়ারী, ২০০৭-এ অনুষ্ঠিত হস্তশিল্প প্রতিযোগিতার জন্য কোলকাতা পাঠানো হবে। এছাড়া জেলার শিল্পীরা যদি কেউ ভাল শিল্পকলা নিয়ে ন্যাশন্যাল-এ (দিল্লী) প্রতিযোগিতায় যেতে চান তাহলে এখন থেকে এপ্রিল, ২০০৭ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা শিল্প কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন। এই প্রতিযোগিতায় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ও ফলক প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি।

(তথ্য সূত্র ঃ জেলা তথ্য দপ্তর)

পাত্র চাই

পাত্রী সুবর্ণবণিক, বি. এ পাঠরতা, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা, বয়স ২২ বৎসর, ৫'—৫" উচ্চতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। সঠিক জন্মসময়সহ যোগাযোগ করুন। অসবর্ণও চলিবে।

যোগাযোগ—ফোন ঃ ২৬৬৪৯৩

যোগাযোগের সময় সকাল ৮ হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত

আফিডেবিট

আমি সনাতন কোটাল, স্ত্রী আরতিরাণী দলই (কোটাল), কন্যা অমিতা কোটাল, পুত্র অমিত কোটাল গত ১৯/১০/০৬ তারিখ বহরমপুর নোটারি পাবলিক-এ এফিডেবিট বলে সর্বত্র "কোটাল" হইতে "দাস" পদবীতে পরিচিত হইলাম।

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত পঃ বঃ তন্তুবায়, সুদর্শন বি. কম (৩১) উচ্চতা ৫'-৬", নম্র, ভদ্র, নেশাহীন ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, চাকুরীরতা / ঘরোয়া উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ।

অজয় কৈলঠে। রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ৯২৩২৯৯৬০১৫/৯২৩২৭৬৮৮৬৪

৫ থেকে ১৫ টাকা মজুরী বৃদ্ধি (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের উপস্থিতিতে সভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, দিব্যশঙ্কর শুক্ল, প্রাণবন্ধু মাল, সঞ্জয় রায়, সাহাদত হোসেন, সোমনাথ সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই ধর্মঘটের ফলে সর্বত্র ৫ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে বলে জানান সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। এর জন্য তিনি সমস্ত অংশের মানুষকে অভিনন্দন জানান।

বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ (১ম পৃষ্ঠার পর)

মহকুমা তথা রাজ্যস্তরের দুই উল্লেখযোগ্য কৃতী অরুণ সরকার এবং নিতাই দাস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তিনটি বিভাগের ২৪ জন প্রতিযোগীর গুণগত মান নির্দ্ধারণের ভূমিকায়। প্রতিযোগীদের দেহ সৌষ্ঠবের মাপকাঠি ছিল সাতটি বাধ্যতা-মূলক এবং একটি ঐচ্ছিক ভঙ্গী। ৯৬ বছরের যুবক বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ ও ভারতশ্রী প্রসেঞ্জিত ঘোষের দেহ সৌষ্ঠবের কলা-কৌশল প্রদর্শন ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। অনুষ্ঠানের মধ্যমনি বিশ্বশ্রী 'সবার উপরে মানুষ সত্য'-র কথা যুব সমাজকে উদ্বোধিত করেছে। নিষ্ঠা, সাধনা, সংযম আর ঐকান্তিকতার মানসিকতাই হলো সুস্থ, সুঠাম দেহ তৈরীর ভিত। ভারতশ্রী সঙ্গীত চর্চার মধ্যে দেহ সৌষ্ঠবের জগৎটা দেখতে পান। মনকে প্রফুল্ল রাখতে সঙ্গীতের বিকল্প নেই। তাই তার গাওয়া চারটে গানের সম্ভার ছিল উপছিয়ে পড়া সমস্ত শ্রোতাদের আনন্দের খোরাক। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংস্থার কর্ণধার সুপ্রিয় দাস।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রাশেদ সেখ, পিতা কুদ্দুস সেখ, শিবপুর, পোঃ সম্মতিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ। গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্মতিনগর শাখা থেকে একটি RIP No. 3833, Certificate No. 039733 খরিদ করি। সেটি আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর টি ও পিতে ডায়েরী করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ সিল্ক
শাড়ীর বৈচিত্র্যে
সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

(সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর)

মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

বিজ্ঞপ্তি

আমার পেনসন এ্যাকাউন্ট বুক নং ১৯২৩৫০, এস বি এ্যাকাউন্ট নং ৬৮৪৮৯, একটি ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট, একটি পি পি ও বুক নং XI (120597 P), আরও একটা এ্যাকাউন্ট বুক ও কিছু পুরোনো কাগজপত্র সমেত একটি ব্যাগ গত ১১ নভেম্বর '০৬ শ্মশানঘাট রোড থেকে খোয়া গেছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় ডায়েরী (নং ৫৫৮ তাং ১১/১১/০৬) করা হয়েছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যাগটির সন্ধান দিলে তাঁকে সাধ্যমতো পুরস্কৃত করব।

সেখ মজিবুর রহমান, সুজাপুর বাগানপাড়া

মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ননী পোদ্দার ও তার এক সাকরেদ পুলক পান্ডের হাতে প্রচন্ডভাবে প্রহৃত হন। অপরাধীদের গ্রেপ্তার দূরে থাকুক মামলা যাতে না হয় তারজন্য মিটমাট করতে আই সি থানায় ডেকে এনে চরমভাবে কড়কে দেন প্রহৃত লালচাঁদ ও তার দাদা ডাবলু ঘোষকে। মেরে হাত-পা ভেঙে দেবারও হুমকী দেয়া হয়। দ্বিতীয় ঘটনা—গত ১৬ সেপ্টেম্বর '০৬ গভীর রাতে রাণীনগর গ্রামের সুনীল মন্ডলের বাড়ীতে গরু চুরি করতে গিয়ে ঐ গ্রামের কুখ্যাত আসামী নুরুল সেখ বামাল ধরা পড়ে যায়। পুলিশ এসে ঐ চোর ও বাদীদের থানায় নিয়ে আসে। এরপর ক্ষমতাসীন দলের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা অভিযুক্ত নুরুলকে জামাই আদরে হাসপাতালে ভর্তি করে, দু' দিন পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। আর বাদীদের দরখাস্ত দিয়ে বাড়ী চলে যেতে বলে থানা। এরপর নুরুল সেখ গ্রামে ফিরে গিয়ে বাদীদের প্রাণনাশের হুমকী দেয়। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান সুবোধ রবিদাস ওদের হাতে লাঞ্ছিত হন। গরু চোরের বিরুদ্ধে কোন মামলা করেনি পুলিশ। উপরন্তু বাদী পক্ষকে থানায় ডেকে আই সি নিজেদের গন্ডগোল মিটিয়ে নিতে হুকুম দেন। আর একটা ঘটনা—মন্ডলপুর গ্রামের এক নেতার সঙ্গে রাস্তায় খুঁটি পোঁতা নিয়ে গন্ডগোলে ওখানকার ময়না মাঝি নামে এক দরিদ্র গ্রামবাসী প্রহৃত হন। তাকে থানায় এনে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার দু'দিন পর থানা থেকে এক সাব-ইন্সপেক্টর মন্ডলপুর গিয়ে বহু লোকের সাক্ষাতে ময়না ও তার দাদা হারাধনকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেন এবং বড় লোকের বিরুদ্ধে মামলা করলে হাত-পা ভাঙারও হুমকী দেন। হারাধনকে থানায় আই সির সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। না গেলে গ্রাম থেকে মারতে মারতে নিয়ে যাওয়ারও ভয় দেখানো হয়। হারাধন ভয়ে ভয়ে থানায় এসেও আই সির দর্শন পাননি। এই পরিস্থিতিতে তিনি মামলা করবেন না ঠিক করেছেন। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রেও আই সির ভূমিকা একই। গদাইপুর, বাড়ালা, ফ্রেজারনগর ইত্যাদি গ্রামের নির্যাতিতা মহিলারা থানায় ডাইরী করেও কোন বিচার পাননি বলে অভিযোগ। পুলিশ অফিসারের ভ্রষ্টাচার ও অসাধুতার বিষয় নিয়ে স্থানীয় বিজেপি এস পির দ্বারস্থ হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ঘটনায় বাদীপক্ষকে ভয় দেখানো ও তাদের অভিযোগ না নেয়ার নথিপত্র নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের কাছেও আবেদন জানাচ্ছে তারা বলে খবর।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।